

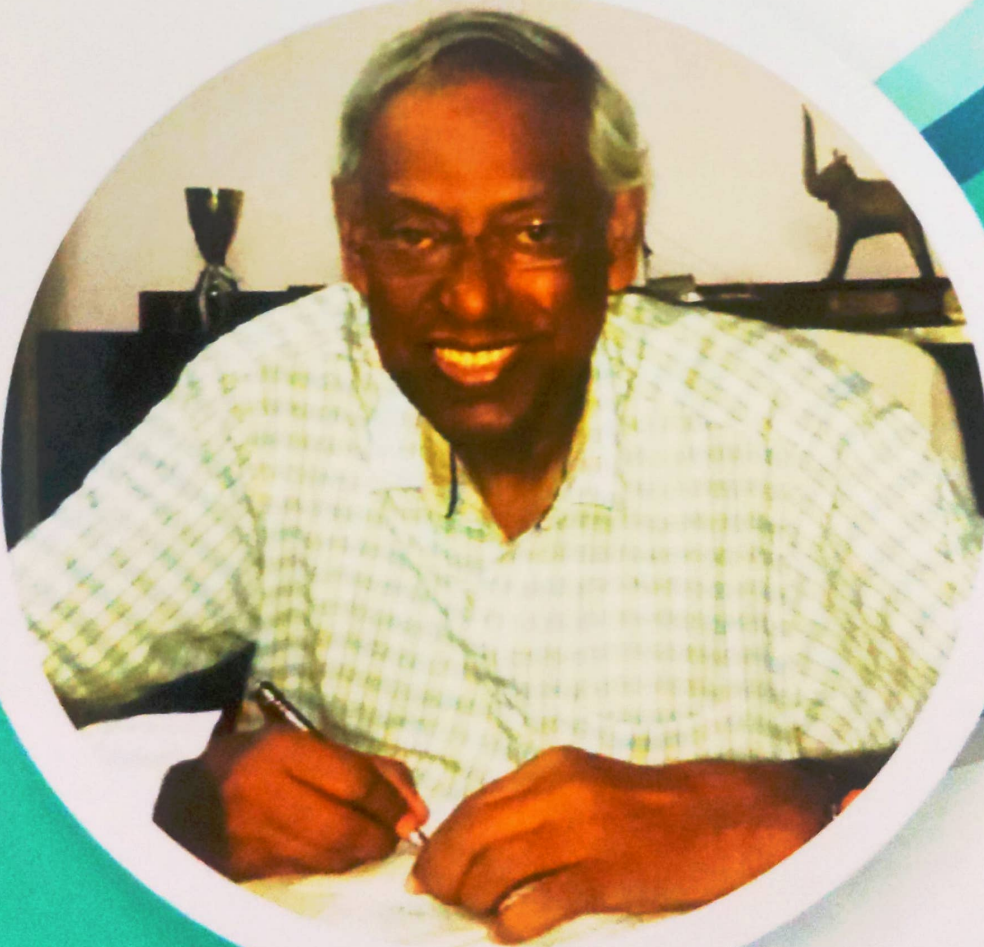
মানবাবিকার সংগ্রামী ও বিশিষ্ট সমাজসেবী

বিপ্লব হালিম-এর

৭৭তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন



বিপ্লব হালিম স্মারক বক্তৃতা এবং সম্মান প্রদান
(৭ম বর্ষ)



মুখবন্ধ



জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ রক্ষা বিষয়গুলো আজকাল বহুল-চর্চিত এবং এর নানান দিক নিয়ে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে আরও অনেক আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর মানুষের নিবিড় নির্ভরশীলতা সৃষ্টির গোড়ার থেকেই রয়েছে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উত্তোরত্তর বিকাশ সেই নির্ভরশীলতাকে কমানোর বদলে, বাড়িয়েছে হাজার গুণ। আজকের সভ্যতার লজ্জাজনক দিক হলো প্রকৃতিকে অবাধ ভাবে লুণ্ঠ করা, পরিবেশের চিন্তা না করে এমন জীবন যাপনে

অভ্যস্ত হয়ে ওঠা যা ক্রমে প্রকৃতি ও পরিবেশকেই ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে জলবায়ু পরিবর্তন আজ আর আশঙ্কা নয়, বাস্তব ও সারা বিশ্বের মানুষের কাছে তা এক বড় চ্যালেঞ্জ।

পরিবেশ আলোচনার পরিধি অনেক বড়। এই আলোচনার একটি অন্যতম মুখ্য বিষয় হলো জলাভূমির সংরক্ষণ। আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ জলাভূমি সম্পদে সমৃদ্ধ। ভারতের এই রাজ্যেই রয়েছে সুন্দরবন, যা পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল; রয়েছে বহু নদ-নদী, লেক, জলা, পুকুর ইত্যাদি। এই জলসম্পদের বৈচিত্র্য প্রতিফলিত হয়েছে রাজ্যের উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্র্যের মধ্যে। এছাড়াও পরিবেশ রক্ষায়, বন্যা নিয়ন্ত্রণে, ভূমি ক্ষয় রোধে, কার্বনের সঞ্চয় বাড়াতে এই জলাভূমির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর রাজ্যের বহু মানুষের জীবন জীবিকাও এই জলাভূমির উপর নির্ভরশীল। শুধু অর্থনৈতিক নয়, বাংলার জলাভূমির সাথে বাংলার সংস্কৃতির রয়েছে নিবিড় যোগ।

অথচ অপরিবর্তিত নগরায়ন, পরিবেশ দূষণ ও নানা অর্থনৈতিক কাজকর্মের চাপে ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে, সংকুচিত হচ্ছে এই জলাভূমি, যার ফলে জলবায়ু পরিবর্তন প্রক্রিয়াও পরোক্ষভাবে ত্বরান্বিতই হচ্ছে। এ রাজ্য তথা সর্বত্র জলাভূমি সংরক্ষণ ও তার যথাযথ ব্যবহার নিয়ে চর্চা শুধু বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয় নয়, এটি একটি সামাজিক বিষয় ও তাই দরকার সামাজিক পরিসরে এ নিয়ে সহজ ভাষায় আলোচনা এবং জলাভূমি সংরক্ষণে সাধারণ মানুষের কি ভূমিকা হওয়া উচিত সেই দিকে দৃষ্টিপাত করা।

এ রাজ্যে তথা দেশে সামাজিক পরিসরে সব রকম আলোচনা ও পরিচালনা কর্মকাণ্ডের অন্যতম কাভারী হলো নানা স্বেচ্ছাসেবী নাগরিক সংগঠন, যাদের মাধ্যমে এরা এনজিও নামেও পরিচিত। পরিবেশ রক্ষার কাজেও এই সংগঠনগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে এবং শহর থেকে গ্রামে, সাধারণ মানুষের মাঝে পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করে চলেছে। কিন্তু সংগঠন আবার গবেষণার ক্ষেত্রেও মৌলিক অবদান রেখেছে।

এই প্রেক্ষাপটে, বিপ্লব হালিম স্মারক বক্তৃতার সপ্তম বর্ষে আমাদের আলোচ্য বিষয় “জলাভূমি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং কলকাতা তথা ভারতবর্ষে নাগরিক সমাজের ভূমিকা”।

এবারের স্মারক বক্তৃতা উপস্থাপন করবেন প্রখ্যাত পরিবেশবিদ ড. সোমনাথ ভট্টাচার্য, যিনি জলাভূমি সংরক্ষণ সংক্রান্ত গবেষণার জন্য বিখ্যাত। আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে স্মারক প্রদানের জন্য আমি তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

প্রতি বছরের মতন এবারেও আমরা তিন জন বিশিষ্ট সমাজকর্মীর হাতে তুলে দেব বিপ্লব হালিম স্মারক সম্মান।

এই বছর আমরা সম্মান তুলে দেব শ্রী প্রভাত মন্ডল, শ্রী হরিনারায়ণ মোহান্তি ও ড. নিমাই সুন্দর মাল্লা মহাশয়ের হাতে। এই গুণীজনরা প্রচারের আলোর থেকে দূরে, সারা জীবন নিরলস ভাবে সামাজিক পরিসরে মানুষের উন্নয়ন ও প্রকৃতি-পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য ব্রতী। তাদেরকে আজ আমাদের মধ্যে পেয়ে আমরা আনন্দিত।

বিপ্লব হালিম সারাজীবন এমন এক সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন, যে সমাজের ভিত সাম্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত, যেখানে প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক শোষণের নয় বন্ধুত্বের, যেখানে উন্নয়নের অভিমুখ মানবাধিকারের বাস্তবায়ন। আমরা তাঁর স্বরণে যে আলোচনা সভা ও কর্মসূচির আয়োজন করে চলেছি, আশা করি, সেই পদক্ষেপ সমাজসেবী বিপ্লব হালিম-এর স্বপ্ন পূরণের পথে আমাদের যাত্রাকে বলিষ্ঠ করবে।

আমি বিপ্লব হালিম স্মারক বক্তৃতা ও স্মারক সম্মান ২০২৪-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

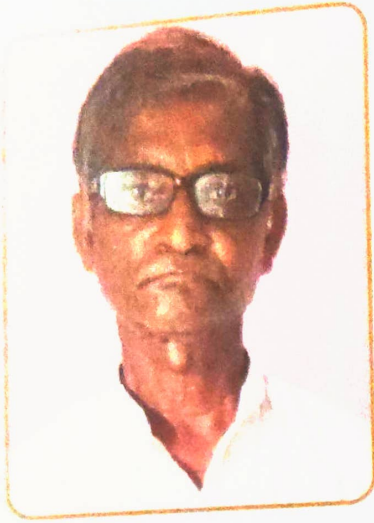
উজ্জয়িনী-হালিম

(উজ্জয়িনী হালিম)

নিবাহী পরিচালক, ইমসে

২০২৪-এর সম্মানিত সমাজসেবক

শ্রী হরিনারায়ণ মোহান্তি



শ্রী হরিনারায়ণ মোহান্তি ১৯৫০ সালে উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত ভোগরাইয়ে একটি অতি নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালীন সময়ে গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থা অনুন্নত থাকার কারণে তিনি মাতুলালয় থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। যুবক অবস্থায় বামপন্থী আদর্শে আদর্শায়িত হয়ে বিভিন্ন পুস্তক অধ্যয়ন করে সমাজের

অন্যায়ের প্রতিবাদে সামিল হন। ১৯৮৫ সালে বিশিষ্ট সমাজসেবী ও মানবাধিকার কর্মী শ্রী বিপ্লব হালিমের সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁর নেতৃত্বে ১৯৮৬ সালে ভোগরাই বালিয়াপাল ফ্রেপনাস্ত্র আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে বিপ্লব হালিমের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনে আঞ্চলিক নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। চিংড়িখাড়ি আন্দোলনে কৃষক-মৎসজীবীদের সংগঠিত করার কাজ করেছিলেন। বিভিন্ন সময় তাঁকে পুলিশের অত্যাচার এবং বারবার কারাবাসে কাটাতে হয়েছে। সমাজসেবী শ্রীমতি লিলি হালিমের নেতৃত্বে মহিলাদের সম অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে সামিল হয়েছেন তিনিও। চুয়াত্তর বছর বয়সে আজও কৃষক-মৎসজীবীর অধিকার রক্ষার দাবিতে অক্লান্ত ভাবে কাজ করে চলেছেন তিনি।

তাঁর সমাজসেবামূলক কাজের প্রতি নিষ্ঠাকে আমরা সম্মান জানাই।

ড. নিমাই সুন্দর মাল্লা

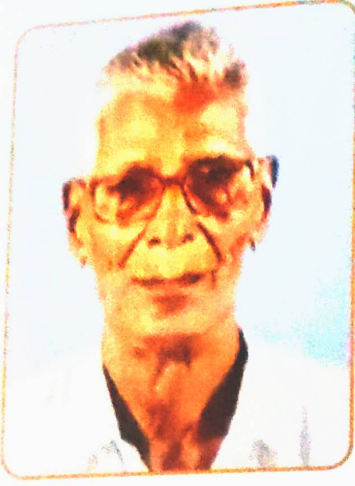


ড. নিমাই সুন্দর মাল্লা একজন ন্যাশনাল স্কলার এবং মাধ্যমিক পরীক্ষায় (১৯৯২) অন্যতম একজন কৃতি ছাত্র। তিনি হাওড়া জেলার একটি গরীব কৃষক পরিবার থেকে উঠে এসেছেন। গ্রামের ও শহরের মানুষের জীবনের সীমাহীন বৈপরীত্য ওনাকে খুব প্রভাবিত করে, সেইজন্য তিনি আশালতা (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও সংস্কৃতির কেন্দ্র) প্রতিষ্ঠা করেন। এটি একটি স্বেচ্ছাসেবী

সংস্থা। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, কর্মসংস্থান এবং সংস্কৃতি নিয়ে ২০০০ সাল থেকে কাজ জুড়ে কাজ করে চলেছে। বিশেষতঃ দলিত সমাজের উন্নয়নে ও নতুন প্রজন্মের প্রকৃত শিক্ষালাভের কাজে বড় ভূমিকা রাখা হচ্ছে। তিনি এর পাশে Energy Club Kolkata-এর সম্পাদক। এনার্জি ক্লাব দেশের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা যা পুনর্নবীকরণ যোগ্য শক্তির ব্যবহার, জলবায়ু পরিবর্তন ও বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে ২০০১ সাল থেকে কাজ করে চলেছে। তিনি পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ১,৭৫,০০০ নিম্ন বুনয়াদী শিক্ষকের সফল প্রশিক্ষণ করিয়েছেন বিভিন্ন প্রতিকূলতা কাটিয়ে। উত্তরবঙ্গের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল গুলিতে শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের কাজ নিরন্তর করে চলেছেন। নতুন প্রজন্মের সবঙ্গীন বিকাশের জন্য 'যোগ' কর্মশালা করেন বিভিন্ন স্কুলে। ড. নিমাই সুন্দর মাল্লা একজন বহুমুখী প্রতিভাধর মানুষ। বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার জন্য তিনি নিরন্তর গবেষণা করে চলেছেন। পঞ্চাশটিরও বেশী আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি পেপার প্রেজেন্ট করেছেন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জার্নালে গবেষণা পত্র প্রকাশিত হয়েছে।

সমস্ত প্রতিকূলতা জয় করে আজ তিনি নিরলস ভাবে মানুষের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত রাখতে পেরেছেন যা যথেষ্ট অনুপ্রেরণাদায়ী।

শ্রী প্রভাত মন্ডল



দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার নামখানা ব্লকের মৌসুনী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাগডাঙা গ্রামের বাসিন্দা প্রভাত মন্ডল। জন্ম হয়েছিল নিম্নবিত্ত এক কৃষক পরিবারে। বর্তমানে পঁচাশি বছর অতিক্রান্ত মানুষটি ছেলেবেলা থেকেই যেকোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠতেন। যে সময় ভাগচাষীদের চাষের কোনো নিরাপত্তা ছিল না, জমির মালিকরা যখন তখন জমি

থেকে উচ্ছেদ করে দিত, নানা অজুহাতে মালিকরা ফসল আত্মসাৎ করে নিত, তাঁর শোষণ যন্ত্রণায় কৃষকরা যখন দিশেহারা, ঠিক সেইসময় এইসব শোষণ বঞ্চনা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন তিনি। শুধু মৌসুনী বা নামখানা ব্লক নয়, সারা জেলার কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের সংগঠিত করার কাজ শুরু করলেন তরুণ প্রভাত মন্ডল। এর ফলস্বরূপ পরবর্তীতে কৃষক-ক্ষেত মজুররা সম্মানজনক ভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে। পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে রক্তদান শিবির, ফুটবল টুর্নামেন্ট, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। একাধিকবার জেলাপরিষদের সদস্য থাকাকালীন সময়ে বনসৃজন প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করতে তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। সুন্দরবনে থাকা ১০২টি দ্বীপের মধ্যে বনাঞ্চল দ্বীপ ৪৮টি এবং ৫৪টি দ্বীপের বিশাল বনাঞ্চলকে ধ্বংস করে প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের বসতি গড়ে উঠেছিল। সেই দ্বীপগুলির প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার স্বার্থে বিভিন্ন গণ সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে নিয়ে ম্যানগ্রোভ রক্ষণাবেক্ষণে তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। মানুষের ভালোবাসা ও শুভেচ্ছার দ্বারা প্রভাত মন্ডল সমাজের দুর্বল শ্রেণীর উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন।

তাঁর নিরলস কর্মসাধনা আমাদের অনুপ্রেরণা জোগাবে।